শিশুদের ইসলাম

বিধিবিধান ও দিকনির্দেশনা

মুফতি সানাউল্লাহ মাহমুদ

অনুবাদ

জাবির মাহমুদ

পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ঈমান ও আকিদা বিষয়ক মাসায়িল **১৩**

শিশুকে তাবিজ পরানো ১৩

শিশু কি তার জাহান্নামি বাবা-মা ও দাদা-দাদির সুপারিশকারী হবে? ... ১৫

বদনজরের বাস্তবতা ১৬

নবী ও শিশুদের কবরে কেনো জবাবদিহিতা নেই ১৯

মুসলিম ও বিধর্মীদের নিষ্পাপ শিশুর পরকাল ১৯

পবিত্রতার মাসায়িল **২০**

শিশু যদি মসজিদে প্রস্রাব করে, তাহলে করণীয় কী? ২১

মাদুর ও বিছানায় শিশুদের প্রস্রাব শুকিয়ে গেলে তার ওপর দিয়ে হাঁটা ও শোয়ার বিধান ২২

শিশুদের কুরআন স্পর্শের বিধান ২৩

ইসলামী শরীয়াতে খতনা **২৪**

খতনা করা অবস্থায় জন্মানো কি কেবল নবীদেরই বিশেষত্ব? ২৬

খতনাহীন শিশুর মৃত্যু হলেও কি তাকে খতনা করাতে হবে? ২৬

নারী ডাক্তার কি খতনা করে দিতে পারবে? ২৭

আকিকার মাসায়িল **২৮**

মৃত জন্মানো শিশুর আকিকা ২৮

যুবক হওয়ার পর আকিকা অথবা নিজের আকিকা নিজেই করার বিধান ২৮

আনুষ্ঠানিক আকিকার বিধান ২৯

আকিকার গুরুত্ব ও পর্যায় ২৯
কোন কোন প্রাণীতে আকিকা বৈধ?..... ৩০
কুরবানির প্রাণীতে আকিকার ভাগ ৩০
আকিকার গোশতে বাবা-মা ও দাদা-দাদির অংশ..... ৩০
আকিকার প্রথায় শির্কের সম্ভাবনা!..... ৩১

শিশু প্রতিপালন বিষয়ক মাসায়িল **৩২**
বাবা-মায়ের প্রতি প্রাথমিক দিকনির্দেশনা ৩২
মা-বাবার জন্য সন্তান লালনপালন বিষয়ক আরও কিছু দিকনির্দেশনা .. ৩৪
সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানাত ৩৫
পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩৬
শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি... ৪৬

শিশুদের নামাজ..... **৫০**
অবুঝ শিশুরা কি নামাজের সাওয়াব পেয়ে থাকে? ৫০
ঘরে শিশুদের জামাআতে নামাজের বিধান ৫০
অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অবুঝ শিশুর ঈদগাহে যাওয়ার বিধান..... ৫১
গণহারে শিশুদের মসজিদে যাওয়ার বিধান ৫২
শিশুদের নামাজের কাতার থেকে বের করে দেওয়া!..... ৫২
স্রেফ দুটি শিশুর ইমামতি করার ক্ষেত্রে তাদের দাঁড় করানোর পদ্ধতি... ৫৪
অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর ইমাম হওয়ার বিধান ৫৫
অসম্পূর্ণ ও মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর জানাজা ৫৭
জানাজা না পড়িয়েই কাউকে দাফন করে ফেললে করণীয়..... ৫৭
শিশুদের নামাজের জন্য চাপ দেওয়ার বয়স প্রসঙ্গে..... ৫৮
খেলাধুলারত বাচ্চাদের উপস্থিতিতে নামাজ..... ৫৮
বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাবে ভয়ে সময়ের আগে তাদের নামাজ পড়ানো!..... ৫৯

শিশুদের যাকাত..... **৬০**
পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পদে যাকাতের বিধান ৬০

ইয়াতিমের সম্পদ থেকে তার জন্য খরচ করার বিধান ৬০

শিশুদের রোজা **৬২**
অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর রোজা রাখা ৬২
শিশুদের রোজার ধরন ও সাওয়াব..... ৬৩
মজুরি দিয়ে রোজা রাখানো ৬৪

শিশুদের হজ **৬৫**
অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হজের বিধান..... ৬৫
অপ্রাপ্তবয়স্ক কারও হজ, উমরা ও তার সাওয়াব ৬৫
শিশুদের ইহরাম ও তার শর্তাদি ৬৬
অন্য কারও পক্ষ থেকে হজ করার ক্ষেত্রে তার সন্তানদের থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন কি না? ৬৭
ভুল পদক্ষেপ বা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শিশুমৃত্যু ও এর কাফফারা ৬৭

শিশুদের জন্মদিন বা বিভিন্ন বার্ষিকী প্রসঙ্গ **৬৯**
শিশুদের পোশাক **৭২**
শিশুদের ছবিযুক্ত খেলনা-সামগ্রী **৭৬**
পিতা-মাতার প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা..... **৭৮**
সন্তানদের ভেতর সমতাবিধান..... ৭৮
শিশুর শিক্ষাদীক্ষা ৭৯
শিশুদের তিরস্কার ও শাসনের বিধান..... ৮৩
স্বামী-স্ত্রীর ভেতর বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সন্তান প্রতিপালন কে করবে? .. ৮৬
মেয়ে শিশুর জন্মে অসন্তুষ্ট হওয়া ৮৭
শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ শিশুর প্রতি একটু বেশি কেয়ার..... ৮৮
শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুর বাবা-মায়ের আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার বিধান..... ৮৯

নবজাতককে কেন্দ্র করে সমাজে প্রচলিত কিছু ভুলভ্রান্তি ও কুসংস্কার **৯১**

সন্তান প্রসবকালীন মায়ের নামাজসংক্রান্ত ভ্রান্তি ৯১

পুরুষের সহযোগিতা নেওয়া প্রসঙ্গে ৯২

বাচ্চার নাভি, সংযুক্ত নাড়ি ও অন্যান্য কর্তিত অংশ নিয়ে বিভ্রান্তি ৯৩

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী ৪০ দিনের ব্যাপারে কিছু ভ্রান্তি ৯৩

ধাত্রীকে মায়ের মতো মাহরাম মনে করা ৯৪

আজান-ইকামাতে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে পার্থক্য করা ৯৪

আজান দেওয়ার জন্য পুরুষ কিংবা হুজুর জরুরি মনে করা ৯৫

বাচ্চার কপালে টিপ দেওয়া ৯৫

ছেলে শিশুর কান ফোঁড়ানো ৯৫

নবজাতকের চুল কাটা নিয়ে ভ্রান্তি ৯৬

চুল সমপরিমাণ রুপা বা তার মূল্য সদাকা না করা ৯৭

বিবিধ মাসায়িল **৯৮**

নবজাতককে টাকা-পয়সা দেওয়া ৯৮

নবজাতকের কানে আজান দেওয়ার সঠিক সময় ৯৯

শিশুদের নাক-কান ছিদ্র করার বিধান ৯৯

ছোট্ট শিশু কি সফরে মাহরাম হতে পারবে? ১০০

'শিশুদের থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে'—কথাটির ব্যাখ্যা ১০১

অন্ধ ব্যক্তির জন্য শিশুর অভিভাবক হওয়ার বিধান ১০২

ঈমান ও আকিদা বিষয়ক মাসায়িল

শিশুকে তাবিজ পরানো

প্রশ্ন : একটি শিশুর জন্ম হলে আমরা অনেক সময় তার গলায় তাবিজ পরাতে দেখি। আত্মীয়রাই তাবিজ লিখিয়ে এনে গলায় লটকে দেন। তাবিজ হিসাবে কখনো-বা কুরআনের আয়াতও লটকে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নবাগত শিশুর নির্মল বেড়ে ওঠা। ইসলামের চোখে বিষয়টি আসলে কেমন?

উত্তর : উত্তর প্রদানের আগে একটি বিষয়ে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেখুন, তাবিজ কয়েক ধরনেরই হতে পারে। একপ্রকার তো হলো, কুরআনি আয়াত সংবলিত তাবিজ। দ্বিতীয় একপ্রকার তাবিজ এমন আছে, যার পাঠোদ্ধার কেবল দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভব। তৃতীয় প্রকার তাবিজ হচ্ছে পরিষ্কার শির্ক। তাবিজে লিখিত প্রতিটা শব্দ-বাক্যই সেখানে আপত্তিকর।

এই যে তিন শ্রেণির তাবিজের কথা বললাম, এর ভেতর প্রথমটা বৈধ। কয়েকজন সাহাবির বর্ণনাও আছে এর স্বপক্ষে। তারা কুরআনের আয়াত লিখে বাচ্চাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।[১] তাছাড়া নবীজিও জ্বর, নজর ইত্যাদি বিষয়ে

---

[১] উদাহরণস্বরূপ—রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় ও বিপদের সময় পড়ার জন্য সাহাবিদেরকে একটি দুআ শিখিয়ে দেন। দুআটি হলো—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

আল্লাহর পূর্ণ কালিমাসমূহের দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি—তাঁর গজব ও তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আমার নিকট তার উপস্থিত হওয়া থেকে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বাক্যটি তার বাচ্চাদের মধ্যে যারা বুঝমান তাদেরকে শিখিয়ে দিতেন আর যারা বুঝমান ছিল না, বাক্যটি লিখে তাদের শরীরে বেঁধে দিতেন। [সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৯৩] ।—সম্পাদক

এমন অবস্থায় নজর কখনো নজরদারের ওপরই ফিরে আসে।[৯]

নজর লাগার ব্যাপারে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণিত। যার ভেতর একটির বর্ণনাকারী উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন—নবীজি আমাকে বলেছেন, আমি যেন বদ নজরের জন্য ঝাড়ফুঁক করি।[১০]

আরেকটি বর্ণনা আছে এমন—বদনজরের ব্যাপারটি সত্য। যদি তাকদির থেকে প্রাগ্রসর হয়ে তাকদিরকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা কারও থাকত, তবে সেই ক্ষমতা কুদৃষ্টি বা বদনজরেরই আওতাধীন হওয়ার ছিল।[১১]

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদিসে নবীজির পক্ষ থেকে বদনজরের আরোগ্য-প্রক্রিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমত নজর প্রদানকারীকে নবীজি গোসল করতে বলতেন। তারপর সেই গোসলে ব্যবহৃত পানি দিয়ে গোসল করতে বলতেন নজরগ্রস্ত ব্যক্তিকে।[১২]

কুদৃষ্টির ব্যাপারে আরেকটি লম্বা হাদিস আছে। হাদিসটি *মুসনাদু আহমাদ, নাসায়ী, মুওয়াত্তা* ছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রন্থে হযরত সাহলো ইবনু হুনাইফ থেকে বর্ণিত। উল্লিখিত হাদিসের ভাষ্যমতোই নবীজি এক নজরগ্রস্তকে নজর প্রদানকারীর গোসলে ব্যবহৃত পানি দিয়ে গোসলের আদেশ করেছিলেন; এবং এতে সে ভালোও হয়ে উঠেছিল।[১৩]

মুসনাদুল বাযযারের একটি হাদিস এমন; নবীজি বলেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার শাশ্বত বিধান কাজিত্ব বা ইসলামী আদালতের দণ্ড ছাড়া, আমার উম্মাতের বেশিরভাগই এই কুদৃষ্টি বা নজরের বলি হবে!

---

[৯] যাদুল মাআদ থেকে সংক্ষেপিত।

[১০] সহিহ মুসলিম : ২১৯৫; এই বর্ণনার ওপর সবাই একমত।

[১১] সহিহ মুসলিম : ২১৮৮; হাদিসটির প্রথম অংশ, 'বদনজর সত্য' মর্মে আরও অনেকগুলো হাদিস বর্নিত হয়েছে। দেখুন—সহিহুল বুখারী : ৫৭৪০, সহিহ মুসলিম : ২১৮৭, সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৭৯, মুসনাদু আহমাদ : ৭৮২৩ ...। —সম্পাদক

[১২] সহিহ মুসলিম : ২১৮৮।

[১৩] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৫০৯; মুওয়াত্তা মালিক : ১৭১৫। ।—সম্পাদক

ইসলামী শরীয়াতে খতনা

প্রশ্ন : খতনা কী? আর শরীয়াতে এর গুরুত্বটাই-বা কতখানি?

উত্তর : ইসলামে সুন্নাহসম্মত আচারের ভেতর খতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মুসলিমদের একটি শিআর বা নিদর্শনও এটি। হাদিসে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের যে-পাঁচটি স্বীকৃত আচারের কথা বলেছেন, তার মাঝে প্রথমটিই হলো—খতনা।[১৯]

মানে, নবীজি খতনার আলাপই প্রথম করেছেন। মুসলিমদের সুন্নাহ আচার বা রীতি হিসাবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন এটিকে। খতনা হচ্ছে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার পরবর্তী সকল নবীদের স্বীকৃত সুন্নাহ।[২০]

ছেলেদের পুরুষাঙ্গ ঢেকে যে-চামড়াটুকু ঝুলে থাকে, ঠিক ওইটুকু কেটে পুরুষাঙ্গের মুখ উন্মোচিত করাকে ইসলামী পরিভাষায় খতনা বলে। কিন্তু যেসব জায়গায় পুরুষাঙ্গের ঝুলে থাকা অতিরিক্ত চামড়াটুকু পুড়িয়ে ফেলা অথবা পুরুষাঙ্গকে মুড়ে রাখা সবটুকু চামড়াই কেটে ফেলার প্রচলন রয়েছে, তা ইসলামসম্মত নয়। কেননা, পুরুষাঙ্গ ঢেকে ঝুলে থাকা কেবল ওই অতিরিক্ত চামড়াটুকু কাটাই সুন্নাহ। আর পোড়ানোটা বাড়াবাড়ি, অত্যাচার। কেননা প্রাণীদের বেলায়ও এমন পুড়িয়ে দেওয়া, তাদের শিং ভেঙে ফেলা

---

[১৯] বাকি চারটি হলো—নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা, নখসমূহ কাটা, বগলের পশম তুলে ফেলা এবং মোচ কাটা। [সহিহুল বুখারী : ৫৮৮৯; সুনানুত তিরমিযী : ২৭৫৬, সুনানুন নাসায়ী : ৫২২৫; সুনানু আবি দাউদ : ৪১৯৮] —সম্পাদক

[২০] ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে খতনা করেছেন। [সহিহুল বুখারী : ৬২৯৮; সহিহ মুসলিম : ২৩৭০] ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম খতনা করার নির্দেশ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম খতনাকারী ব্যক্তি। এর পর থেকে সকল নবী-রসূল খতনা করেছেন। [ইবনুল কাইয়িম, তুহফাতুল মাওদুদ, পৃষ্ঠা : ১৫৮-১৫৯] ।—সম্পাদক

নামে নাম হলে এটা জরুরি নয়। কেননা, বেশিরভাগ সাহাবিই ছিলেন এমন, মুসলিম হওয়ার পর নবীজি যাদের নাম পরিবর্তন করেননি![২৮]

চার.

সপ্তম দিন আকিকা করাবে।

পাঁচ.

বাচ্চা ছেলে হলে খতনা করাতে হবে। তবে খতনাটা সহ্যক্ষমতা লাভ করলে, তখন! যে সক্ষমতা বা সহ্যক্ষমতাটা শিশুজন্মের সাত দিন অথবা আরও কিছুদিনের মাথায়ই এসে যায়।

মা-বাবার জন্য সন্তান লালনপালন বিষয়ক আরও কিছু দিকনির্দেশনা[২৯]

প্রশ্ন : সন্তানকে সব মা-বাবাই ভালোবাসেন। তা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেক মা-বাবা সন্তানের শারয়ী গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। কিংবা কেউ কেউ বুঝতে পারেন না, আনুষ্ঠানিক বা সুন্নাহ সম্মত কিছু রীতি-সংস্কৃতির বাইরেও

---

[২৮] নাম রাখা নিয়ে আমাদের সমাজে কিছু ছাড়াছাড়ি ও বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কেউ কেউ সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী নামের বদলে এমন কোনো বাংলা বা অন্য ভাষার শব্দে নাম রাখেন, যার অর্থ যদিও খারাপ কিছু নয়; তবে তা দ্বারা বোঝা যায় না যে এটা মুসলিম নাকি অমুসলিম কারও নাম। এমন নাম রাখা শরীয়াতে নিষিদ্ধ না হলেও, উত্তম কিছু নয়। আবার অনেক অভিভাবকরা সন্তানের জন্য এমন নাম চান, যা হবে ইসলামী ও আধুনিকতার সমন্বয়ে। আবার তা এমন ইউনিক নাম হবে, যা আত্মীয়-স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশী কারও মধ্যে নেই। এমন শর্তে উত্তীর্ণ ভালো অর্থবহ কোনো নাম পাওয়া গেলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এমন শর্তে নাম রাখার ইসলামের মেজাজ নয়। বরং, হাদিসে এসেছে—তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রহমান'। [সহিহ মুসলিম: ২১৩২] এর পরের বিবেচনায় অগ্রাধিকারযোগ্য হলো নবী, সাহাবি ও সালাফে সালিহিনের নাম। যেমনটা লেখকও উল্লেখ করলেন। ।—সম্পাদক

[২৯] এই শিরোনামাধীন আলোচনা মাসিক আলকাউসারে প্রকাশিত মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইনের লেখা 'সন্তান লালন-পালন : মা-বাবার কিছু করণীয়' শীর্ষক প্রবন্ধ ও একটি প্রশ্নোত্তর থেকে সংগৃহীত।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি

প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাসিহাতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো, আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, বাবা! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামাজ পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি, তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন—সত্য কথা বলো, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খিদমাত করো, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন—মিথ্যা বোলো না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারাজ হবেন।

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের অনেক ভালোবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন—না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

শিশুদের জন্মদিন বা বিভিন্ন বার্ষিকী প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ইসলামে শিশুদের বিভিন্ন বার্ষিকী বা জন্মদিন পালনের বিধান কী?

উত্তর : ইবাদাতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো তাওফিক। মানে উদ্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামী শরীয়াতের বেঁধে দেওয়া সীমাকেই চূড়ান্ত মনে করা। ওভাবেই আগানো। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যে-ইবাদাতগুলো বৈধ করেননি, সেগুলো পালনও জায়েয নয়। ইবাদাত ছাড়া যেসব আচার ও সামাজিক রীতি ইসলামে অনুমোদিত নয়, সেসবও পালন নাজায়েয। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

যে-ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীনের) বিষয়ে এমন কিছু অনুপ্রবেশ করাবে, যা আমাদের নির্দেশনায় নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[৬৬]

ইসলামে শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে ফিলহাল যে ট্রেন্ডি বার্ষিকী বা জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালিত হয়; এগুলোও নতুন কার্যকলাপ। এগুলোর ওপর আমল করা উচিত নয় কারোই। কেননা নবীজীবনের কোথাও এমন আমলের অস্তিত্ব নেই। তিনি না জীবনে তাঁর জন্মদিন বা বার্ষিকী পালন করেছেন; না অন্যদের সমর্থন করেছেন। তাছাড়া নবী-পরবর্তী খুলাফায়ে রশিদিন বা চার খলিফার কেউই নবীজি বা নিজেদের জন্মদিন পালন করেননি। সাহাবায়ে কেরামদের কেউও নন। আর তাদের পায়ে পায়ে চলাতেই কল্যাণ। নববী পাঠশালার আলোকে তাদের বলা ও দেখানো পথে চলাই মুক্তি।

আরেকটু বাড়িয়ে যদি বলি, ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে এই বার্ষিকী বা

[৬৬] সহিহুল বুখারী : ২৬৯৭; সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৬। —সম্পাদক

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই দায়িত্বাধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে তোমরা।[৭৪]

দুঃখের সাথেই বলতে হয়, এ দিকটাতে অনেক বাবা-মা বেখেয়াল। একটু-আধটু না, পুরোপুরিই। ছেলে-মেয়েদের সময় দেয় না। তাদের পুরো সময়টাই চলে যায় কাজকর্ম বা চাকরি-ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ততায়। এলাকায় এ-ধরনের মুসলিম কমিউনিটি থাকা বিপজ্জনক। বেয়াদব ও কেয়াড়লেস হয়ে বেড়ে ওঠে শিশুরা। এমন পরিবেশ না ওদের দ্বীনদার করে তুলছে; না দুনিয়াদার। আর এই দায়টা পুরোপুরিই বাবা-মায়ের। কোনোভাবেই তারা একে এড়াতে পারেন না।

শিশুদের তিরস্কার ও শাসনের বিধান

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর অভ্যাসই এমন, বাচ্চাদের তিরস্কার করে। বিদ্রুপাত্মক কথা বলে নানান সময়। ভালো-মন্দ মুখে যা আসে, তা-ই বলে। কখনো কথায়, কখনো অভিশাপে তাদের কষ্ট দেয়। ছোটো নেই, বড়ো নেই, আমার সব বাচ্চাকেই প্রহার করে ও। আমি কয়েকবারই ওকে এই অভ্যাস পাল্টানোর কথা বলেছি। বুঝিয়েছিও। কাজ হয়নি। জবাব এসেছে—ওদের তুমিই লাই দিয়ে দিয়ে নষ্ট করেছ! আর ওরা নাকি মোটেই ভালো সন্তান নয়। এগুলোর ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। বাচ্চারা এখন মাকে ঘৃণা করে। মায়ের সাথে সামান্য ব্যাপারেও ডিল করতে পারে না। ভয় পায়। কোনো টপিকে দ্বিমত পোষণ বা প্রতিবাদ তো দূর কি বাত! ওরা ধরেই নিয়েছে, মা ওদের কথা শুনবে না। বুঝবেও না। গালাগালিই করবে। এখন আমার করণীয় সম্পর্কে শরীয়াতের নির্দেশনা কী?

উত্তর : সন্তানদের তিরস্কার ও বিদ্রুপ করা গুনাহ। অন্যদের বেলায়ও একই বিধান। বিশুদ্ধসূত্রে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ-ব্যাপারে একটি হাদিস পাওয়া যায়। তিনি বলেন—একজন মুমিনকে তিরস্কার করা বা

[৭৪] সহিহুল বুখারী : ৭১৩৮; সহিহ মুসলিম ১৮২৯।—সম্পাদক